ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 18 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৭৪ ● কলকাতা ● ১৩ আষাঢ়, ১৪৩২ ● শনিবার ● ২৮ জুন ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

গণধর্ষণের অভিযোগ, কসবায় গ্রেফতার ৩

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কসবার একটি কলেজে গণধর্ষণের অভিযোগ। গোটা ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে তিন অভিযুক্তকে। শেষবার আরজি কর-কাণ্ডের সাড়া পড়েছিল কলকাতা তথা গোটা দেশে। রাজ্যের অন্যতম সরকারি হাসপাতালে হওয়া পৈশাচিক কাণ্ড যেন নাড়া দিয়েছিল সাধারণের মনে।প্রসঙ্গত, আরজি কর-কাণ্ডের পরেই শহরের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছিল রাজ্য সরকার। আরজি করের রেশ কেটেছে, নিরাপত্তা নিয়ে নানা

পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল বলেও দাবি করেছিল প্রশাসন। কিন্তু তারপরেই এমন কাণ্ড। যা আবার যেন প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিল শাসক শিবিরকে।ঘটনা, বুধবারের। দক্ষিণ কলকাতার কসবা এলাকার একটি নামী আইন কলেজে ঘটেছে এই কাণ্ড। এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ তিন জনকে গ্রেফতার করেছে কসবা থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে দুই জন আবার ওই কলেজেরই কর্মী।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে ১০টা ৫০-এর মধ্যে ওই ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে। এরপর কসবা থানায় আসেন নির্যাতিতা। কলেজেরই দুই কর্মী ও একজন প্রাক্তন পড়ুয়ার বিরুদ্ধে গণধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। এরপর পুলিশি তৎপরতায় গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তদের। ইতিমধ্যে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। সেই পরীক্ষার পরেই গ্রেফতার অভিযান চালায় পুলিশ।

উল্লেখ্য, অভিযুক্তদের মধ্যে যিনি

এরপর 3 পাতায়

আদালত অবমাননার নোটিস দেওয়া হয়েছে, ডিএ দিতেই হবে: শামিম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সুপ্রিম কোর্টে ডিএ সংক্রান্ত রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানাল রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্ট ৬ সপ্তাহের মধ্যে ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ দিতে বলেছিল। আজ, শুক্রবার সেই সময়সীমা শেষ হলেও রাজ্য সরকারি কর্মীদের ওই মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হল না। তবে এই আবেদনের বিরোধিতা করতে তৈরি সরকারি কর্মীদের যৌথ মঞ্চ।মহার্ঘ ভাতা নিয়ে রাজ্যের সরকারি কর্মীদের আন্দোলন দীর্ঘদিনের। শেষ পর্যন্ত আদালত ৬ সপ্তাহের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল। রাজ্যের আর কোনও যুক্তি না শুনেই, শীর্ষ আদালত স্পষ্ট বলেছিল, বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ দিতেই হবে। আশা দেখেছিলেন রাজ্যের সরকারি কর্মীরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুক্রবার রাজ্য আরও ৬ মাস সময় চেয়ে আবেদন জানিয়েছে।এই মামলায় সরকারি কর্মীদের তরফে মামলায় সওয়াল করেছিলেন আইনজীবী ফিরদৌস শামিম। এদিন রাজ্যের পুনর্বিবেচনার আবেদনের পর ফিরদৌস শামিম বলেন, "পুনর্বিবেচনার আর্জি জানালেই যে তা গৃহীত হবে এমন কোনও কথা নেই। যেহেতু সময়কাল পেরিয়ে গিয়েচে, তাই আদালত অবমাননার মামলার নোটিস পাঠিয়েছি অর্থসচিব ও মুখ্যসচিবকে। ডিএ দিতেই হবে।"

আইনজীবী এদিন স্পষ্ট বলেন, ডিএ হল বেতনের অংশ। বাজেট করার সময় সেই হিসেব করতে হয়। তাঁর দাবি, রাজ্য সবদিকে খরচ করছে, আর সরকারি কর্মীদের ডিএ-র কথা বলা হলেই বলছে, কোমর ভেঙে যাচ্ছে। তাঁর মতে, এভাবে কর্মীদের ডিএ থেকে বঞ্চিত করার অর্থ বেতন হ্রাস করা। কারণ মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে বেতনের সামঞ্জস্য রাখতেই ডিএ দেওয়া হয়।

গণধর্ষণ কাণ্ডে ক্ষোভে ফুঁসছেন কুণাল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

খাস কলকাতায় আইন কলেজে গণধর্ষণের ঘটনায় ইতিমধ্যে ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এমন ঘৃণ্য ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছেন কুণাল ঘোষ। তাঁর মতে, যারা যুক্ত তাদের মেরে পিঠের চামড়া গুটিয়ে দেওয়া উচিত। পাশাপাশি তিনি এও স্পষ্ট করে দেন যে তৃণমূল কোনওভাবেই এসব 'বাঁদরামি বরদাস্ত করবে না'।উল্লেখ্য, দক্ষিণ কলকাতার একটি ল কলেজে গত বুধবার এই ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। অভিযোগকারিণী ওই কলেজেরই ছাত্রী। ওই দিন

এরপর ৬ পাতায়

চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করতে বদ্ধপরিকল্প বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা

স্মৃতি সামন্ত, কলকাতা

HOPECON'25 হল ভারতের ব্যাপক চিকিৎসা সম্মংয়ের চতুর্থ সংস্করণ, যার মূল অনুষ্ঠানটি ২৭ থেকে ২৯ জুন, কলকাতার ITC রয়েল বেঙ্গলে অনুষ্ঠিত হবে।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক মডেল দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি নতুন চিকিৎসা শিক্ষা কর্মসূচির ঘোষণা, যার লক্ষ্য ভারতীয় চিকিৎসা শিক্ষায় বিশ্বব্যাপী প্রাসঙ্গিক শিক্ষা মডিউল চালু করা।

ডাক্তারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সুকুমার মুখার্জি, মেডিকেল কলেজের সুপারিনটেনডেন্ট অঞ্জন অধিকারী, তিনি বলেন স্বাস্থ্য সম্পদের মূল অধিকারী। নিয়মিত সঠিক জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে মানতে হবে। এছাড়াও

ছিলেন,মেডিকেল কলেজের মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট এর প্রধান ডাক্তার সৌমিত্র ঘোষ ।

HOPECON'25 ৩৭টিরও বেশি চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা শাখা কভার করে, যার মধ্যে রয়েছে চিকিৎসায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং জৈব চিকিৎসা গবেষণার মতো অত্যাধুনিক বিষয়।

HOPECON'25 হল ভারতের একটি প্রধান স্বাস্থ্যসেবা সম্মেলন, যার লক্ষ্য হল:

উন্নত চিকিৎসা শিক্ষা এবং সহযোগিতামূলক গবেষণার জন্য একটি আন্দোলন গড়ে তোলা

রোগীদের সেবা উন্নত করতে এবং স্বাস্থ্যসেবা কূটনীতিতে ভারতের বিশ্ব নেতৃত্বকে অবদান রাখতে।চিকিৎসক,

নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ, পরিষেবা প্রদানকারী এবং শিল্প নেতাদের ঐক্যবদ্ধ করতে

ভারত জুড়ে স্বাস্থ্যসেবাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্মে।

৩৫০টিরও বেশি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে ৮০০ জনেরও বেশি প্রশিক্ষক পার্সনের সাথে, যারা স্বাস্থ্যসেবা, জলবায়ু পরিবর্তন, চিকিৎসা উদ্যোক্তা এবং নারীর স্বাস্থ্য ক্ষমতায়নের মতো সাম্প্রতিক অগ্রগতি এবং প্রাসঙ্গিক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন।

(১ম পাতার পর)

গণধর্ষণের অভিযোগ, কসবায় গ্রেফতার ৩

একজন প্রাক্তন পড়ুয়া রয়েছে। কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২২ সালেই সেই তার ডিগ্রি কোর্স সম্পন্ন হয়। কিন্তু তারপরেও কীভাবে কলেজে অবাধ যাতায়াত রয়েছে তার? সূত্রের খবর, নির্যাতিতা পুলিশকে জানিয়েছেন, কলেজেরই একটি রুমে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয় তাঁকে। একজন ধর্ষণ করেছে ও বাকিরা সেই কাজে মূল অভিযুক্তকে সহায়তা করেছে।

ডিএ মামলায় ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য, সময় চাইল ৬ মাস

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ডিএ মামলায় ফের সুপ্রিমকোর্টে রাজ্য। সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ রাজ্য। ডিএ নিয়ে বড় খবর এল প্রকাশ্যে। শুক্রবারই শেষ হচ্ছে সুপ্রিমকোর্টের দেওয়া সময়সীমা। তার আগেই সময় চেয়ে সুপ্রিমকোর্টে দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। ৬ মাস সময় আরও চাওয়া হয়েছে রাজ্যের পক্ষ থেকে।চায়ের দোকান থেকে সরকারি অফিস সর্বত্র যখন চর্চা অব্যাহত তখন ফের একবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল রাজ্যে সরকার। বকেয় মহার্ঘ ভাতা মেটানো নিয়ে আরও সময় চেয়ে আদালতের কাছে আবেদন করেছে তারা। মূলত তারা জানিয়েছেন, বেশকিছু সমস্যা রয়েছে, সেইগুলো দেখে তবে ডিএ দেওয়া সম্ভব। রাজ্যকে ২৫ শতাংশ ডিএ মিটিয়েই দিতে হবে বলে জানিয়েছিল আদালত।

২০০৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া ডিএর পরিমাণ ৪১ হাজার

৭৭০ কোটি টাকা। সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ, মেনে ২৫ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা চলতি জুন মাস শেষ হওয়ার আগেই মিটিয়ে দিতে হবে রাজাকে।রাজ্যের তরফে বলা হয়েছে, ডিএ দেওয়া বিষয়ে কিছু ক্ষেত্র বিচার করতে হবে তারজন্য সময় দরকার। তাই ৬ মাস সময় চেয়েছে রাজ্য। ১৬ মে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে জুন মাসের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ। এই নির্দেশের পর থেকে প্রায় ১০ লক্ষ রাজ্য সরকারি কর্মী ও অবসরপ্রাপ্ত পেনশন প্রাপকেরা আশায় বুক বেঁধেছিলেন। স্বভাবতই বর্তমানে রাজ্যে বহুলচর্চিত বিষয় হল এই ডিএ। এই নিয়ে বিস্তর চর্চা চলেছে নবান্নেও।

কয়েকদিন আগেই সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই সুপ্রিমকোর্টে সময়সীমা আরও বাড়ানোর আর্জি নিয়ে দ্বারস্থ হয় কিনা সেই দিকেই লক্ষ্য রেখেছিল সরকারি কর্মচারীরা। সেই পথেই হেঁটেছে রাজ্য। শুক্রবারের আগেই নবান্নের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আশা করেছিলেন সরকারি চাকরিজীবীরা। কিন্তু তা সফল হয়নি।

'ক্ষমতার অপব্যবহার করে শিক্ষাঙ্গনকে বারবার কলুষিত করছে তৃণমূল', কসবার ঘটনায় শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কসবা ল কলেজের গণধর্ষণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে গ্রেফতার হয়েছেন এক তৃণমূল যুব নেতা । এই ইস্যুতে শাসক দলকে নিশানায় নিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর দাবি, রাজ্যের কলেজগুলিতে ক্ষমতার অপব্যবহার করে তৃণমূল নেতারা।এই ঘটনায় ধৃতদের আগামী ১ জুলাই পর্যন্ত পুলিশি

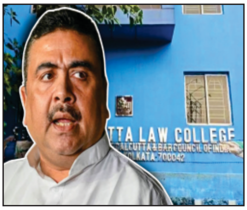

হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন আলিপুর আদালতের মুখ্য বিচারবিভাগীয় বিচারক। মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। এখন আলিপুর আদালতে ল' প্র্যাকটিস করেন। তার সঙ্গে আরও যে ২ জন গ্রেফতার হয়েছেন তাদের নাম জইব আহমেদ এবং প্রমিত মুখোপাধ্যায়। এই ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, 'এই

এরপর ৪ পাতায়

রথযাত্রা ছেড়ে তড়িঘড়ি কলকাতায় ফিরছেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সূচি অনুযায়ী রথযাত্রার আগেই দিঘায় পৌঁছে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত কয়েকদিন ধরেই দিঘার নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দিরে সাজো সাজো রব। শুক্রবার জগন্নাথের রথযাত্রায় অংশও নেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা যায়, নির্ধারিত সময়ের আগেই কলকাতায় ফিরে আসছেন মমতা।শুক্রবার দুপুর থেকে কসবার আইন কলেজে ধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে উত্তাল কলকাতা। এক ছাত্রীকে কলেজ চত্বরেই ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে টিএমসিপি নেতা তথা কলেজের অস্থায়ী কর্মীর বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে বিবৃতি দিয়ে ঘটনার নিন্দা জানানো হয়েছে। কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, তৃণমূলের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করে শশী পাঁজা জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।সূচি অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রীর কলকাতায় ফেরার কথা ছিল শনিবার। কিন্তু তার আগেই, শুক্রবারই ফিরে আসছেন মমতা। সূত্রের খবর, এদিন রথযাত্রার অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই দিঘা ছেড়ে রওনা হন তিনি।

কী কারণে তিনি তড়িঘড়ি কলকাতায় ফিরছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে, কসবার ল কলেজে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠার পর তৃণমূল যে অস্বস্তিতে পড়েছে, তার মধ্যে মমতার ফেরার খবর খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিকল্পিত 'আত্মনির্ভর ভারত'

দেশের জন্য এ এক গর্বের ও ঐতিহাসিক মুহূর্ত। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ডঃ জীতেন্দ্র সিং আজ আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (আইএসএস)-এর সঙ্গে ড্রাগন মহাকাশযানের সফল ডকিং-এর প্রশংসা করেছেন। এখানে ভারতীয় নভচারী গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা ও অন্য তিন জন সদস্য ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের 'আত্মনির্ভর ভারত' ও 'বিশ্ববন্ধু ভারত'-এর ভাবনা অনুযায়ী শুভাংশু শুক্লা পরিচালিত সমস্ত পরীক্ষা-নীরিক্ষা ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা দেশীয়ভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং এই পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হবে বলে ডঃ জিতেন্দ্র সিং জানান। তিনি কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ভূবিজ্ঞান প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মহাকাশ ও পারমাণবিক শক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী। তিনি অ্যাক্সিওম-৪ মিশনের অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি বলেন, "মহাকাশ অনুসন্ধানে ভারতের ভূমিকা এখন কেবলমাত্র লঞ্চ প্যাডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। আমরা এখন মহাকাশে জীবন ও বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ গঠন করছি।" তিনি বলেন, গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা ভারতের বিজ্ঞান ক্ষেত্র নিয়ে স্বপ্নকে মাইক্রো গ্র্যাভিটির সীমানায় নিয়ে যান।

ভারতের শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক ভূমিকার কথা তুলে ধরে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, সম্পূর্ণভাবে ভারতে তৈরি করা ৭টি দেশীয় মাইক্রো গ্র্যাভিটির পরীক্ষা আইএসএস-এ গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা পরিচালনা করবেন। এখান থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কেবলমাত্র ভারতকে নয়, সমগ্র বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের ও মানবতার জন্য এক উপহারস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।

ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, এই ৭টি প্রচেষ্টা মহাকাশ জীব বিজ্ঞানে বিশ্বনেতা হিসেবে ভারতের উত্থানকে প্রতিষ্ঠিত করবে। তিনি বলেন, "ভারত এখন আর অনুসারী নয়, আমরা এখন গ্রহের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে মিশনে নেতৃত্ব দিচ্ছি। এই পরীক্ষাগুলি মহাকাশে সুস্থায়ী জীবন এবং পৃথিবীতে স্থিতিস্থাপক বাস্তুতন্ত্রের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে।"

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সপ্তম পর্ব)

নামক স্থানে দৃশ্য হয়। তান্ডমহাব্রাহ্মণে সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থল হিসাবে প্লক্ষপ্রস্রবণ ও বিনাশস্থল হিসেবে বিনশনের নামোল্লেখ আছে। লাট্যায়ণের শ্রৌতসূত্র মতে, সরস্বতী নামক নদী পশ্চিম মুখে প্রবাহিতা, তার প্রথম ও শেষভাগ সকলের প্রত্যক্ষ গোচর, মধ্যভাগ ভূমিতে নিমগ্ন যা কেউ দেখতে পায় না, তাকেই বিনশন বলা হয়। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের মতে, বৈদিক সরস্বতীর লুপ্তাবশেষ আজও কচ্ছ ও দ্বারকার কাছে সমুদ্রের খাড়িতে গিয়ে মিলিত হয়েছে। সরস্বতী নদীর বিনাশ ঘটেছিল অবশ্যই বৈদিক যুগের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

'ক্ষমতার অপব্যবহার করে শিক্ষাঙ্গনকে বারবার কলুষিত করছে তৃণমূল', কসবার ঘটনায় শুভেন্দু

ঘটনা শুধুমাত্র একটি অপরাধ নয়, এটি তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের নেতাদের দ্বারা শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। তৃণমূলের ছাত্র নেতারা বারবার তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভয় ও অরাজকতার পরিবেশ তৈরি করছে।'

শুভেন্দুর আরও বক্তব্য, কলেজ ক্যাম্পাসের মতো পবিত্র জায়গা, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞান অর্জনের জন্য আসে, সেখানে এমন নৃশংসতা সমাজের জন্য লজ্জাজনক। তিনি এই ঘটনার সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি চেয়েছেন। পাশাপাশি তাঁর দাবি, অভিযুক্তদের রাজনৈতিক পরিচয় না দেখে কঠোরতম শাস্তি নিশ্চিত করা হোক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা জোরদার করার কথাও বলেছেন বিজেপি বিধায়ক। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে ২৫ জুন সন্ধে ৭টা ৩০ মিনিট থেকে রাত ৮টা ৫০ মিনিটের মধ্যে। ছাত্রীর অভিযোগ অনুযায়ী, ওই তিন যুবক কলেজ চত্বরের মধ্যেই তাঁকে নিগ্রহ করে। পুলিশকে জানিয়েছেন, পদ দেওয়ার কথা বলে তাঁকে কুপ্রস্তাব দিয়েছিলেন মনোজিৎ সহ বাকিরা। বুধবার দুপুরে কলেজে ঢোকার পর একাধিকবার তাঁকে মৌখিকভাবে হেনস্থা করা হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি অভিযুক্তদের প্রস্তাবে রাজি না হলে সন্ধে সাড়ে ৭টা নাগাদ তাঁকে কলেজের একটি রুমে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় বলে দাবি। অভিযোগ, মনোজিৎ যখন তাঁকে ধর্ষণ করছিলেন তখন অন্য দুই ছাত্র ঘরের দরজা পাহারা দিচ্ছিলেন।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দীপান্বিতা অমাবস্যায় প্রতীকী বলি সেক্ষেত্রে এই প্রতীকী নির্বাণের enactment হতে পারে।

ঐতরেয় আরণ্যকে আমাদের বয়াংসি বলা হয়েছিল, ভুলে গেলে চলবে না। পক্ষীমাতৃকা রূপটির সঙ্গে প্রাচীন সম্পর্ক।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

'অম্বুবাচী' কেন পালিত হয় এবং দেবী কামাখ্যার পৌরাণিক কাহিনী

(গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহে বসুন্ধরা যেন সিক্ত হয়)

বেবি চক্রবর্ত্তী

(ষষ্ঠ পর্ব)

থেকে সুখবর আর কি আছে।অনেক খোঁজা খুঁজির পর মহাদেবের দুর্গম যোগসাধনের স্থান খুঁজে বার করা হলো। গিরিরাজ হিমালয় এবং তাঁর স্ত্রী মেনকা দেখে এলেন শিবের সেই সাধনের স্থান। তাঁর রাজপ্রসাদ থেকে সেটা খুব একটা দূরে নয়।দেবর্ষি নারদের কথা মতো তিনি পার্বতীকে পাঠালেন মহাদেবের পূজা আর সেবা করার জন্য। পার্বতীও মহা আনন্দে সখীদের নিয়ে প্রত্যহ শিবের পূজা শুরু করলেন। সতীর মুখের ছায়া পার্বতীর মুখ মন্ডলে। একবার শিবের ধ্যানভঙ্গ হলে তিনি যদি পার্বতীকে দেখেন তাহলে পার্বতীকে পাওয়ার জন্য তিনি উদগ্রীব হয়ে উঠবেন। মহাদেব নিজেই গিরিরাজের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাবেন। কিন্তু মহাযোগী শিব একদিনও পার্বতীর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন না। ব্রহ্মা বিষ্ণু পরলেন মহা সংকটে। দেবতাদের সঙ্গে ব্রহ্মা বিষ্ণু পরামর্শ করে স্থির

করলেন, একমাত্র শিবের মধ্যে কামের উদ্রেক জাগাতে পারলেই তার ধ্যানভঙ্গ হওয়া সম্ভব।ডাক পরলো কাম দেবের। বুঝিয়ে দেওয়া হলো তার কাজ। যথা সময়ে কামদেব স্ত্রী রতিকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন হিমালয়ের শিখরে। ফুল শর নিক্ষেপ করে কামদেব মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করলেন। ধ্যানভঙ্গ হওয়ার পরই মহাদেবের রোষানলে পরলেন মদন কামদেব। শিবের তৃতীয় নয়নের অগ্নিবর্ষণে কামদেব ভস্মে পরিণত হলো। রতি মূর্ছা গেল। দেবতারা পরলেন মহা বিপদে। এক বিপদ যায়, আর এক বিপদ এসে উপস্থিত হয়। দেবতারা কোনপ্রকারে রতিকে সুস্থ করে বললেন, তুমি ভয় পরিত্যাগ করে এই ভস্মগ্রহণ করো,শিব সুপ্রসন্নহলে আমরা তোমার প্রাণবল্লভকে পুণঃ জীবনদান করবো। কামদেব ভস্মীভূত হওয়ার পর শিবের উগ্রচন্ডীভাব কিছুটা স্তিমিত হলো। পার্বতীর দিকে চোখ পরতেই তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। খুব চেনা চেনা মুখ। তারপরেই আবার গম্ভীর হয়ে নিজের যোগাসন থেকে উঠে সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন।পার্বতীও ছাড়বার পাত্র নয়। শিবকে পাওয়ার জন্য তিনি তপস্যায় ব্রতী হলেন। শিব পার্বতীর তপস্যায় গলে জল হয়েগেলেন। সময় সুযোগ করে মহাধুমধাম সহকারে তিনি পার্বতীকে বিবাহ করলেন। দেব-দেবাদিদেব সকলেই মহাদেবের বিবাহে উপস্থিত রইলেন। রতিও সেই বিবাহে উপস্থিত হলেন। নিজের স্বামীকে ফিরে পাবার জন্য তিনি শিবের কাছে কাকুতি মিনতি করতে শুরু করলেন। দেব-দেবীগণ সকলেই শিবের কাছে প্রার্থনা করলেন রতির স্বামী কামদেবকে পুনঃ জীবিত করা হোক। শিব রতির হাতে ধরা সেই ভস্মাধারে তাঁর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। সেই ভস্মাধার থেকে কামদেবের পুনঃ জন্ম হলো। রতি স্বামী পেলেন। কিন্তু এই কামদেবের রূপের বিপর্যয় ঘটেছে। কামদেবের সেই কাম রূপ স্বরূপ-কান্তি আর নেই। দুজনেই আবার শিবের কাছে প্রার্থনা করলেন, ফিরিয়ে দেওয়া হোক তার আগের রূপ। তখন মহাদেব বললেন- ভারতবর্ষের ঈশানকোনে নীলাচল পর্বত রয়েছে। সেখানে সতীদেহের একান্নটা খন্ডের এখনো একটা খন্ড অনাবিষ্কৃত রয়েছে। সেটি মহামায়ার মহামুদ্রা। সেখানে গিয়ে দেবীর মহিমা প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা করলে তুমি তোমার আগের রূপ আবার ফিরে পাবে। কামদেব নীলাচলে এসে মহামায়ার সেই মহামুদ্রা প্রস্তরখন্ড রূপে খুঁজে পেলেন এবং ভক্তি সহকারে পূজা পাঠ করলেন। মহামায়া কামদেব এবং রতির প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে তার আগের রূপ প্রদান করলেন। এই যে কামদেব এখানে এসে তাঁর আগের রূপ ফিরে পেলেন তাই জায়গার নাম

ক্রমশঃ

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264

Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

(২ পাতার পর)

গণধর্ষণ কাণ্ডে ক্ষোভে ফুঁসছেন কুণাল

সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকা হয়েছিল। অভিযোগ, তিনি সেখানে গেলে তাঁর উপর চড়াও হন তিনজন। গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। কাউকে কিছু না বলতে হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরে ওই ছাত্রী কসবা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়েই নড়েচড়ে বসেন পুলিশ আধিকারিকরা। প্রথমে দু'জনকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ চলে। তাঁদের থেকেই মূল অভিযুক্তের খোঁজ পাওয়া যায়। কালবিলম্ব না করে মূল অভিযুক্তকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে একজন বর্তমান ছাত্র ও দু'জন প্রাক্তনী। এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে বিক্ষোভে শামিল বিজেপি। কসবা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান গেরুয়া শিবিরের কর্মী-সমর্থকরা।শুক্রবার সোশাল মিডিয়ায় তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ লেখেন, "কসবার ধর্ষণের ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। এসব জানোয়ারকে মেরে পিঠের চামড়া গুটিয়ে দেওয়া উচিত। পুলিশ এদের সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করুক। সিপিএম জমানায় এসব বহু হয়েছে, বা বিজেপির রাজ্যে এসব হয় বলে আমরা কোনো অন্যায় বরদাস্ত করতে রাজি নই। বিরোধীদের এসব নিয়ে বলার নৈতিক অধিকার নেই। ওরা এসব পাপে ডুবে। কিন্তু আমাদের চূড়ান্ত সতর্কতা দরকার। এইসব ছেলে কখন কোন সময় কিছুকালের জন্য দলের কাছাকাছি এসে তারপর নিজেদের মত চলবে, সমাজটাকে কলঙ্কিত করবে, এতে সকলের সতর্কতা দরকার। তৃণমূল কংগ্রেস এইসব বাঁদরামি বরদাস্ত করবে না। এইসব ছেলে স্থানীয়ভাবে বা তার কাজের বৃত্তে যে নেতা বা সংগঠকের সঙ্গে কাজ করেছে, তাদেরও সতর্ক থাকা দরকার। শুধু ভিড় বাড়ানোর জন্য রাজনীতি করলে ক্ষমতাসীন দলকে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়, এটা সিপিএমের অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়াই ভালো। যে মেয়েটির সঙ্গে এসব হয়েছে, তার ও তার পরিবারের কাছে এক নাগরিক হিসেবে দুঃখপ্রকাশ করছি। তবে বিরোধীরা এনিয়ে রাজনীতি করতে এলে সমুচিত জবাব পাবে। একটি বিচ্ছিন্ন খারাপ ঘটনা দিয়ে কেউ দয়া করে সামগ্রিকতার মূল্যায়ন করবেন না।"

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ক্যুইংদাও-তে এসসিও বৈঠকের সময় চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন, ২০২৫

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ২৬ জুন, ২০২৫ তারিখে চীনের ক্যুইংদাও-তে সাংহাই সহযোগিতা সংগঠনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকের পাশাপাশি চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অ্যাডমিরাল ডং জুন-এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। দুই মন্ত্রীর মধ্যে ভারত-চীন সীমান্তে শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে স্বাভাবিক করার জন্য উভয় পক্ষ যে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, তার প্রশংসা করেন। তিনি স্থায়ী সংযোগ বজায় রাখা ও উত্তেজনা কম করার জন্য জটিল বিষয়গুলি সমাধানে জোর দেন।

শ্রী রাজনাথ সিং সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এবং এর সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলি আবারও কার্যকর করে তোলার ওপর জোর দেন। তিনি এশিয়া ও বিশ্বের স্থিতিশীলতার জন্য সহযোগিতার পাশাপাশি সুপ্রতিবেশীসুলভ পরিবেশ তৈরির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি ২০২০ সালে সীমান্ত অচলাবস্থা দেখা দেওয়ার পর আস্থার যে অভাব দেখা দিয়েছে, তা ফিরিয়ে আনতে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

দুই মন্ত্রী বর্তমানে সীমান্তে উত্তেজনা হ্রাস, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এবং সীমান্ত সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন স্তরে আলোচনা বজায় রাখতে সম্মত হয়েছেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে ৭৫ বছরের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকের কথা উল্লেখ করেন। তিনি ৫ বছর পর কৈলাশ মানস সরোবর যাত্রা পুনরায় শুরু হওয়ায় এর প্রশংসা করেন।

শ্রী রাজনাথ সিং চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে ২২ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁও-এ নির্দোষ নাগরিকদের ওপর যে ঘৃণ্য সন্ত্রাসবাদী হামলা চালানো হয়েছে সে সম্পর্কে এবং পাকিস্তানে জঙ্গি নেটওয়ার্ক ধ্বংস করার লক্ষ্যে ভারত যে অপারেশন সিঁদুর চালিয়েছিল, সে বিষয়েও অবহিত করেন।

দিঘায় রথযাত্রার সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রথমবার রথযাত্রা শুরু হল পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘায় । শুক্রবার নারকেল ফাটিয়ে, চন্দনের গুঁড়ো ছড়িয়ে সোনার ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিয়ে দিঘায় রথযাত্রা উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তবে মাসির বাড়ি যাওয়ার পথে থমকে যায় জগন্নাথদেবের রথ । রথের চাকায় তৈরি হওয়া সমস্যার জেরে এই বিভ্রাট হয়। কিছুক্ষণ পর অবশ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। বিজয় পর্বের মাধ্যমে এক শোভাযাত্রা করে জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা এবং সুদর্শন চক্রকে বাদ্যযন্ত্র, মন্ত্রোচ্চারণ ও ভক্তদের উল্লাসের মধ্যে দিয়ে মন্দির থেকে রথের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় । দিঘা মন্দিরের সামনে থেকে যাত্রা শুরু করে রথ যখন হাসপাতাল গেটের সামনে আসে, আচমকাই রথের চাকায় থাকা লোহার ক্লিপগুলির একটি খুলে যায় । সেই সময় সকলেই খুব কাছাকাছি ছিলেন । কিছু বিপদ হওয়ার আগেই বিষয়টি নজরে আসে ইসকন কর্তৃপক্ষের। মেরামতের পর আবার মাসির বাড়ির উদ্দেশে চলতে শুরু করে রথ।রথের রশিতে টান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

সিনেমার খবর

পর্দায় আসছে সুশান্ত সিং-রিয়ার প্রেমকাহিনী, কে হচ্ছেন নায়ক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মৃত্যুর পাঁচ বছর কেটে গেলেও বলিউড সিনেমাপ্রেমীদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল সুশান্ত সিং রাজপুত। এবার রুপালি পর্দায় দেখা যাবে ধোনির বায়োপিকে অভিনয় করে সাড়া ফেলা সুশান্তের বায়োপিক! এমনটাই দাবি করেছেন বলিউডের জনপ্রিয় চিত্রনাট্য রচয়িতা ও পরিচালক রুমি জাফরি।

এরই মধ্যে তিনি সুশান্ত ও তার বান্ধবী রিয়া চক্রবর্তী প্রেমকাহিনীর চিত্রনাট্য নিয়ে কাজ করছেন। প্রয়াত অভিনেতার চরিত্রে 'জিগরা' ছবির বেদাঙ্গ রায়না আছেন নির্মাতার প্রথম পছন্দের তালিকায়।

২০২০ সালের ১৪ জুন সুশান্ত সিং রাজপুতের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। সেই ঘটনায় উত্তাল হয়েছিল গোটা ভারত। সেই বছরের আগস্ট মাসে তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে। এই মামলার তদন্তে বিভিন্ন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। গ্রেপ্তার করা হয় অনেককে। যাদের মধ্যে ছিলেন অভিনেতার বান্ধবী রিয়া চক্রবর্তী ও তার ভাই। সেই থেকেই চর্চায় ছিল রিয়া-সুশান্তের প্রেম। সেই প্রেমকাহিনিই এবার পর্দায় 'জীবন্ত' করতে চাইছেন রুমি।

সম্প্রতি এক সম্মেলনে রুমি বলেন, 'আমার এখনও মনে হয় সুশান্ত বুঝি আমার আশপাশেই রয়েছে। ওর সঙ্গটাই ছিল আনন্দে ভরা ও জীবনরসে পরিপূর্ণ। ও এতটাই ছটফটে ছিল বলার নয়। এক মিনিটও চুপ করে বসতে পারত না! ও সারাক্ষণ কথা বলত। রিয়া ওর পাশে পাশে হাঁটত, ওকে থামানোর চেষ্টা করত। সুশান্ত জীবিত থাকার সময় থেকেই আমার ইচ্ছে করত ওদের প্রেমকাহিনি নিয়ে সিনেমা করি। রিয়ার জন্য সুশান্তের প্রেম সাধারণ কোনও ভালোবাসা নয়। অন্যদিকে রিয়া সুশান্তের জন্য প্রাণও দিতে পারত।'

রুমি জানিয়েছেন, 'জিগরা' ছবির বেদাঙ্গ রায়নাকেই তিনি চাইছেন প্রয়াত অভিনেতার ভূমিকায়। শেষপর্যন্ত এই সিনেমা নির্মাণ হলে তা টিনসেল টাউনের নতুন জোয়ার আনবে।

ছোট্ট মেয়েকে কেন নিয়মিত ই মেইল পাঠাচ্ছেন আলিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

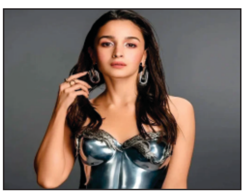

মেয়ে রাহা আসার পর বদলে গেছেন মা অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। জন্মের পর থেকেই প্রতি মাসে রাহাকে একটি করে ই-মেইল লিখে পাঠিয়ে আসছেন আলিয়া। তাতে লেখা থাকে–আজ রাহা প্রথম হেঁটেছে এক পা, আজ সে দাদির কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল, আজ সে বাবার গালে এক ছোট্ট চুমু খেয়েছে। সেই ই-মেইলের সঙ্গে থাকে অসংখ্য ছবি–কখনও বাবার সঙ্গে খেলায় মত্ত, কখনও মায়ের কাঁধে মাথা রেখে ঘুম। ই-মেইল অ্যাটাচমেন্টে সাজিয়ে রাখা থাকে ছোট ছোট মুহূর্তের জীবন্ত স্মৃতি।

আলিয়া বলেন, আমি চাই, রাহা যখন বড় হবে। ওর যখন ১৫ বছর বয়স হবে, তখন আমি তাকে মেইল বক্সটি দিয়ে বলব, 'এই দেখো, এগুলো তোমার ছোটবেলার গল্প। এইভাবে আমরা তোমায় ভালোবেসে বড় করেছি।' রাহা আসার পর অনেক কিছুই বদলেছে আলিয়ার জীবনে। আগের তুলনায় অনেক বেশি ধৈর্য ধরতে পারেন তিনি, অনেক কিছু বুঝে নিতে পারেন সময় নিয়ে। এক সাক্ষাৎকারে আলিয়া বলেন, 'আমি নিজেকে নতুন করে চিনতে শিখেছি।' তবে এই মাতৃত্বের যাত্রা একেবারে খোলামেলা ছিল না শুরু থেকেই। প্রথমদিকে মেয়েকে আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন রণবীর ও আলিয়া।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরুতে রাহার একটিও ছবি প্রকাশ করেননি। কারণ ক্যামেরা আর ফ্ল্যাশ থেকে রাহাকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন তারা। সময়ের সঙ্গে বদলে যায় অনেক কিছু। একদিন আলিয়া নিজেই নিয়ে এলেন ছোট্ট রাহাকে পাপারাৎসির সামনে। সেদিন সবাই অবাক হয়েছিলেন। কারণ, ক্যামেরা দেখে ভয় পায়নি একরত্তি রাহা। সাবলীলভাবে তাকিয়ে পোজও দিয়েছিল। যেন একেবারে তৈরি সে, এই দুনিয়ার আলো আর ক্যামেরার ঝলক সামলাতে। এরপর চলতি বছরে বলিউড অভিনেতা সাইফ আলি খানের ওপর হামলার পর থেকে আরও বেশি সতর্ক হয়ে উঠেছেন রণবীর ও আলিয়া। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে রাহার সব ছবি সরিয়ে ফেলেছেন। পাপারাৎসিকে অনুরোধ করেছেন, যেন রাহার ছবি না তোলা হয়। রণবীর তো এমনিতেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনুপস্থিত। আলিয়াও এখন মেয়েকে নিয়ে খুবই রক্ষণশীল। তিনি চান, রাহা নিজের ইচ্ছায় বড় হোক, নিজের শর্তে পরিচিত হোক দুনিয়ার সঙ্গে।

ক্যামেরার সামনে আলিয়া নানান চরিত্রে অভিনয় করেন। বাস্তব জীবনে তাঁর সেরা চরিত্র 'মা' এবং সেই চরিত্রে তিনি নিজের জন্য নয়, রাহার জন্য প্রতিটি দিন লিখে রেখে যাচ্ছেন এককেটি দৃশ্য। এককেটি লাইভ মেমোরি। যেন একদিন সেই ছোট্ট মেয়েটি যখন জানবে তার জীবনের গল্প; সে যেন দেখে, ভালোবাসা কেমন করে জমা হয় প্রতিদিনের ছোট্ট ছোট্ট মুহূর্তে।

সব ছেড়ে আত্মশুদ্ধির পথে হাঁটছেন জ্যাকুলিন!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গ্ল্যামার, বিতর্ক আর ব্যস্ততার জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে এবার আত্মশুদ্ধির পথে হাঁটলেন বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্ডেজ। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'হাউসফুল ফাইভ'-এর প্রচারে ব্যস্ত থাকার মাঝেও অভিনেত্রীর এই বদলে যাওয়া অনেককেই চমকে দিয়েছে।

চর্চিত প্রেমিক সুকেশ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে আর্থিক কেলেঙ্কারির ঘটনার পর থেকেই বারবার সংবাদ শিরোনামে এসেছেন জ্যাকুলিন। সেই অধ্যায় যেন এখন অতীত। এবার জীবনের নতুন দিশা খুঁজতে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন আধ্যাত্মিকতার আশীর্বাদে।

জানা গেছে, পার্থিব প্রলোভন ও বিতর্ক থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে জ্যাকুলিন সম্প্রতি পাড়ি দিয়েছেন বেঙ্গালুরুতে। সেখানে পৌঁছে আশ্রয় নিয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত আধ্যাত্মিক গুরু শ্রী শ্রী রবি শঙ্করের আশ্রমে। গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শান্তি ও আলোর সন্ধান পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন এই অভিনেত্রী।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আশ্রমে কাটানো কিছু বিশেষ মুহূর্তের ছবি শেয়ার করেছেন জ্যাকুলিন। ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন, "আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গুরুদেব, আলোর পথ দেখানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।"

ছবিগুলোতে দেখা যায়, জ্যাকুলিনের পরনে গোলাপি সালোয়ার-কামিজ। নেই গ্ল্যামার বা প্রসাধনের ঝলক। একেবারে সাদামাটা লুকে তিনি উপস্থিত হয়েছেন গুরুর দর্শনে, পুরোটা সময় ছিলেন মনোযোগী ও শান্তচেতা।

আশ্রমে শুধু আধ্যাত্মিক চর্চাই নয়, প্রাণীদের সঙ্গেও সময় কাটিয়েছেন তিনি। বাছুর, ঘোড়া, হাতি, এমনকি ষাঁড়ের সঙ্গেও তাঁকে দেখা গেছে আনন্দঘন মুহূর্তে। পাশাপাশি আশ্রমের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে হাসিমুখে ছবি তুলেছেন, যেগুলো অনুরাগীদের মনে প্রশান্তি ছড়িয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবনের ঝড় পেরিয়ে জ্যাকুলিনের এই নতুন যাত্রা যেন নিজেকে ফিরে পাওয়ার এক নিঃশব্দ প্রতিবাদ। বলিউডের আলোঝলমেলা জগতের বাইরে এমন এক সাদা-ধবধবে বাস্তবতা, যা দর্শকদের সামনে তুলে ধরছে এক ভিন্নতর জ্যাকুলিন ফার্নান্ডেজকে।

ভিনিসিয়ুসের নৈপুণ্যে জিতল রিয়াল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শেষ দিনে রিয়াল মাদ্রিদের সামনে ছিল দুই চরম বাস্তবতা—একদিকে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের গৌরব, অন্যদিকে প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে পড়ার শঙ্কা। এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে রিয়াল দেখাল চিরচেনা রূপ। অস্ট্রিয়ান ক্লাব রেডবুল সালজবুর্গকে ৩-০ গোলের পরিষ্কার ব্যবধানে হারিয়ে টুর্নামেন্টের শেষ ষোলো নিশ্চিত করল ইউরোপের রাজার দল।

ফিলাডেলফিয়ার লিংকন ফিন্যানসিয়াল ফিল্ডে শুরুটা যদিও রিয়ালের জন্য সহজ ছিল না। প্রথম ৪০ মিনিট ধরে গোলের খোঁজে ছিল আনচেলত্তির শিষ্যরা। তবে ঠিক তখনই এগিয়ে এলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। জুড বেলিংহ্যামের নিখুঁত পাস থেকে ডেডলক ভেঙে রিয়ালকে এগিয়ে দেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা।

গোলের আনন্দের রেশ কাটতে না কাটতেই আরও একবার ভিনির ঝলক। এবার গোলদাতা না হয়ে গোল করালেন। তার বাড়ানো বল থেকেই ফেদেরিকো ভালভার্দে দ্বিগুণ করেন ব্যবধান। দুই গোলে এগিয়ে থেকে রিয়াল যখন বিরতিতে যায়, তখনই অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে যায় তাদের শেষ ষোলো স্বপ্নপূরণ।

দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিজেদের হাতে তুলে নেয় রিয়াল। শেষ সময়ে তরুণ ফরোয়ার্ড গনজালো গার্সিয়া গোল করে বড় জয়ের আনন্দটা আরও বাড়িয়ে দেন।

এদিকে দিনের অন্য ম্যাচে মেক্সিকান ক্লাব পাচুকাকে ২-০ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল। দলের প্রথম গোলটি করেন সালেম আল দাওসারি—যিনি ২০২২ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে সৌদি আরবের ঐতিহাসিক জয়ের নায়ক ছিলেন। ম্যাচের যোগ করা সময়ে আল হিলালের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন মার্কোস লিওনার্দো।

এই জয়ের ফলে গ্রুপ এইচ থেকে দ্বিতীয় দল হিসেবে পরের রাউন্ডে উঠেছে আল হিলাল। আর ভাগ্যই যেন খেল দেখাল—শেষ ষোলোতেই তাদের প্রতিপক্ষ হতে যাচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ। ইউরোপ-এশিয়ার দুই শক্তিশালী ক্লাবের লড়াই এখন সময়ের অপেক্ষা।

কেন রোনালদো নখে কালো নেইলপলিশ ব্যবহার করেন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বয়সে ৪০ বছরের হয়ে গেলেও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালোদো এখনো বিশ্ব ফুটবলে নিজেকে ধরে রেখেছেন অসাধারণ ফিটনেস দিয়ে। সম্প্রতি একটি পোস্টে রোনালদোর পায়ের নখে স্পষ্ট দেখা গেছে কালো রঙের নেইলপলিশ। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে- রোনালদোর পায়ে নেইলপলিশ কেন?

বিষয়টি আসলে রোনালদোর ফুটবল সচেতনতারই বহিঃপ্রকাশ। খেলার সময় প্রতিপক্ষের ট্যাকল, হঠাৎ ধাক্কা কিংবা জুতার চাপের কারণে পায়ের নখ ভেঙে যাওয়া কিংবা ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। নেইলপলিশ সেই ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। বিশেষত কালো রঙের নেইলপলিশ নখের উপর একটি প্রতিরক্ষামূলক স্তর তৈরি করে, যা নখকে রাখে শক্ত এবং ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত।

শুধু রোনালদোই নন, বিশ্বজুড়ে অনেক পেশাদার ক্রীড়াবিদের মধ্যে পায়ের নখে নেইলপলিশ ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। মিক্সড মার্শাল আর্টস (এমএমএ) ফাইটারদের মধ্যে তো এটি এখন একধরনের ট্রেন্ড। তাদের থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক ফুটবলারও এই অভ্যাস গ্রহণ করছেন।

বলা হচ্ছে- ঘাম, ধুলা ও সংক্রমণ ঠেকাতে নেইলপলিশ কার্যকর ভূমিকা রাখে। একজোড়া ফুটবল বুটের ভেতর ঘণ্টার পর ঘণ্টা পা থাকা- স্বাভাবিকভাবেই সেখানে ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাস জন্মাতে পারে। নেইলপলিশ সেই ঝুঁকি কমায়।

তবে বিষয়টি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যুক্তরাজ্যের রয়্যাল কলেজ অব পোডিয়াট্রির মুখপাত্র ড. হেলেন ব্রান্থওয়েট জানান, 'মানুষের পায়ে রয়েছে প্রায় আড়াই লাখ ঘামগ্রন্থি। প্রতিদিন গড়ে এক পোয়া পরিমাণ ঘাম তৈরি হয় পায়ে। এ থেকে সহজেই ছত্রাক সংক্রমণ হতে পারে, যেটা প্রথমে চামড়ায় ও পরে নখে ছড়িয়ে পড়ে।'

তার মতে, নেইলপলিশ একদিকে যেমন কিছুটা সুরক্ষা দেয়, তেমনি মূল সংক্রমণের জায়গা যেমন চামড়ায় যদি চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে।

নেইমারকে তুর্কি ক্লাবে চান মরিনহো!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নতুন মৌসুমে ঘিরে নতুন প্রজেক্ট দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে তুর্কি ক্লাব গালাতাসারায়। তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা জমাতে নতুন করে দল গোছাতে চান ফেনারবাহচে কোচ হোসে মরিনহো। ওই পরিকল্পনায় ফ্রি এজেন্টে সান্তোস থেকে ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমারকে চান সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ, ইন্টার মিলান, চেলসি ও ম্যানইউ কোচ মরিনহো।

সংবাদ মাধ্যম ফেনাটিক দাবি করেছে, নেইমারকে দলে নেওয়ার জন্য এরই মধ্যে চেষ্টা শুরু করেছে ফেনারবাহচে। ভালো বেতনের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে ক্লাবের পক্ষ থেকে।

৩০ জুন সান্তোসের সঙ্গে চুক্তি শেষ হচ্ছে নেইমারের। তার বাবা নেইমার সিনিয়র জানিয়েছেন, ছেলের কাছে ইউরোপের বেশ কিছু ক্লাবের প্রস্তাব আছে। ফেনারবাহচে তারই একটা বলে দাবি করেছে সংবাদ মাধ্যম।

নেইমারের বাবা অবশ্য বলেছেন, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কিছু ক্লাবও নেইমারের বিষয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া শুরু করেছে। চলতি সপ্তাহেই তেমনই একটা ক্লাবের সঙ্গে আলোচনা করতে মায়ামি যাওয়ার কথাও বলেন তিনি। সঙ্গে ব্রাজিলিয়ান লিগে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেননি তিনি।

এর আগে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ খেলা ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লুমিনেন্স নেইমারকে শুধু ক্লাব বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। ওই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন তিনি। মেক্সিকান ক্লাব পাচোকা থেকেও একই প্রস্তাব ছিল নেইমারের টেবিলে। সাড়া দেননি তিনি।

ওই সময় নেইমার জানান, কোন ক্লাবে সংক্ষিপ্ত চুক্তি করার চেয়ে তিনি সান্তোসে থেকে পূর্ণ ফিটনেস ও ফর্মে ফেরার প্রতি বেশি নজর দিচ্ছেন। তিনি জানান, শারীরিকভাবে তিনি ফিট। তবে মাঠে সেরাটা দিতে হলে তার আরও কিছু সময় দরকার। নিজেকে সেই সময়ই দিচ্ছেন তিনি।

নেইমারের বাবা জানিয়েছেন, ইউরোপের বেশ কিছু ক্লাব মনে করে নেইমারের এখনো দারুণ একটা মৌসুম কাটানোর সামর্থ্য আছে। এ সময় নেইমারের পোকার খেলা ও নারী নিয়ে পার্টি করা নিয়ে প্রশ্নে একহাত নেন নেইমার সিনিয়র।

তিনি বলেন, 'পোকার খেলা কিংবা পার্টি করার জন্য তো নেইমারের ইনজুরি হয়নি। সে কেবল ছুটিতে থাকলেই অবসর যাপন করে। অনুশীলনে ফাঁকি দেয় না।' বিষয়টি নিয়ে নেইমার বলেন, 'অনেকেই ভাবে আমি সবসময় পার্টি করে বেড়াই। আমি সব কিছু করি ছুটিতে। জাতীয় দল ও ক্লাবে পনেরো বছর ফাঁক রেখে খেলা সম্ভব নয়। অনেক আত্মত্যাগ করতে হয়।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR